প্রথম প্রকাশ : অক্ষয়তৃতীয়া, ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মুদ্রক : শ্রীপ্রসাদ দাস
বঙ্গরত্ন মেসিন প্রেস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

শ্রীপরিতোষ বসু—

প্রীতিভাজনেষু,

তোমার প্রথম কবিতার বই 'চোখে মনে অনুভবে' পড়ে দেখেছি। অনেক জিনিস তুমি দেখতে পাও যা অন্যের চোখে পড়ে না। তোমার মনটিও সরস। আর তোমার অনুভব এখনো খাঁটি রয়েছে।

তোমার কবিতা যেখানে স-মিল সেখানে মিলে সাধারণত গাফিলতি হয় না, কিন্তু ছন্দে তুমি অসাবধান। তবে তোমার ছন্দের কান আছে। এর পরে যে সব কবিতা লিখবে সে সব কবিতার আঙ্গিকের উপর কড়া নজর রাখবে। কবিতা লেখার সাধনায় কঠোর বন্ধন মানতে হবে। তবেই কবিতা মনে রাখবার মত হবে।

তোমার এই আরম্ভ শুভায় হোক। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী

অন্নদাশঙ্কর রায়

উৎসর্গ

মা ও বাবার শ্রীচরণে—

সূচীপত্র



স্বাধীনতার গল্প

বিষণ্ণকালির ছোপ
আজকে সন্ধ্যায় আমার মনে
দাদু তোমাকে পথে বসতে দেখে ;
আনাজ বিক্রি করছ তুমি।

কত আনাজ কত ফসল ফলিয়েছিলে
তোমার জমিতে
পূর্ব বাঙ্গলার উর্বর বক্ষে—
আজ তুমি কলকাতার রাস্তায়
গলিতে পিচের টিমটিমে আলো-জ্বলা
গলিতে—
চটের থলিতে বসে
এক খণ্ড জমিতে,
সরকারী রাস্তায় এটুকু জমি পেতে
তোমাকে পাড়ার মাতব্বরদের
ঘুষ দিতে হয়েছে ধার করে।

তোমার রাস্তায় বসার নিরাপত্তা
যে ওদের হাতে ;
তাই প্রতিদিন কিছু পয়সা তোমার বসা বাবদ
দিতে হবে এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তুমি।

হায় কোলকাতা কোলকাতার কর্পোরেশন
হায় পৌরপিতারা
হায় সব জননেতা।

ভারত ভাগ্ন করে স্বাধীনতা এলো

তাই দাদু আমার সব হারিয়ে
বাংলার পশ্চিম পাড়ে
রাস্তায় বসে যা ঘরে আনবে
দিদিমা আমার তাই দিয়ে যে
কুটনো কুটবে আজ!,
দাদুর চোখে চালশে পড়েছে
চামড়া হয়েছে ঢিলে
দাঁড়িপাল্লার পাল্লা টলছে
তবু বাঁচতে যে হবে তোমাকে
স্বাধীনতার পরম বিনিময়ে।

স্বাধীনতার অমল স্বাদ
বড় বড় করে লেখা হয়েছে
আমাদের ইতিহাসে
সেখানে তোমরা অদৃশ্য;
জাগ্রত রবে ছবিতে
স্তুতিগানে জয়মাল্যে
জননেতারা
এনেছেন যাঁরা ভারতের স্বাধীনতা!
দাদু তুমি চাঁদা না দিলে
সেই নেতাদের জন্মবার্ষিকী
পালন হবে না জয়জয়াকার করে॥

দাদু তুমি এখন
স্বাধীন দেশের হকার
পুলিশ তাড়া করবে
তোমার পিছনে
লুকোচুরি খেলবে তুমি—
তোমার দেশঘর বাড়ি জমি
স্বাধীনতার চরণে দিয়েছো বলি।
স্বাধীনতা সংবিধান অধিকার কর্তব্য
মধুর মধুর বুলি শুনবে হয়তো

ছুটতে ছুটতে পুলিশের সঙ্গে
কোন ট্রানজিস্টর থেকে।
তুমি কি ভুলেছো সব?
এখনও হাসি তোমার মুখে
তেমনি বিনয়ী তেমনি খুশিভাব
মোমের আলোতে দেখতে পেলাম স্পষ্ট।
দাদু স্বাধীনতার গল্প
আমায়
শোনাবে দেখছি আবার॥

দিন : চশমার কাঁচ

এক একটা দিন এক একটা চশমার কাঁচ
অবতল, উত্তল, উভোতল ইত্যাদি
নানা হাতের লেন্স।
দিনের এই লেন্সে আমাদের দৃষ্টি
কখনও স্বচ্ছ, কখনও মৎস্য আঁখি।
আমরা কখনও দুঃখের বর্ষায় ভিজে বিমর্ষ,
কখনও উল্লসিত উচ্ছসিত হাসিতে
জানানদি আমরা বাঁচতে জানি,
বাঁচাতে জানি
জীবনের সবুজ কচি কাঁচাকে।
ভোরের প্রার্থনা নিয়ে
যাত্রা হয় দিনের।
প্রাণময় হয়ে ওঠে জীবনের জড়তা
সূর্য মেঘ বৃষ্টি হয় সঙ্গী।
অচেনার সম্প্রীতি সানাই
আশাবরী সুর ধরে।
কত পরিচিত মুখ স্মৃতির পটে
চিত্রিত হতে থাকে
নানা রঙে নানা ভঙ্গিমায়
সময়ের আঙ্গিকে ;
বর্ণমালার বিচিত্র গাঁথুনিতে
গড়ে ওঠে অবিমিশ্র ভাবের আকাশচুম্বী।

মানুষের পথযাত্রা জয়যাত্রা
ঐহিক, পারত্রিক, জীবনের বিশ্বাস
দিনের চশমার লেন্সের
এক এক ফোকাসে
স্বেচ্ছায় বন্দী জীবন
যাপন করতে চাই বুঝি॥

সময়ের ব্যবধান

আপনারা ঐ ঘরে গল্প করুন
শব্দে, নিঃশব্দ-আলাপে
মুখ চাওয়াচায়ি করে
না, আমাকে ডাকবেন না ;
আমি অন্য ঘরে থাকি—
মাঝখানে দেয়াল উঁচু করা
পনেরো ইঞ্চি মাপের।

আপনারা যা বলবেন
সত্যি কথা
সত্য সব
চাক্ষুষে ভাবনায় আপনাদের
আমার কাছে হয়ত বা সব নয়,
যা আপনারা বলবেন
যা নিয়ে আপনারা গর্ববোধ করেন
গর্ববোধ স্বাভাবিক
যা আপনাদের কর্মের প্রেরণা।

আমি অন্য ঘরে থাকি
অন্যঘরে থাকা বিসদৃশ জানি
তবু বিষমতা আনবে না
আমার সত্যেব সঙ্গে
আপনাদের সত্যের সংঘর্ষে ;
সতা যা আপেক্ষিক
সময় ব্যবধানে।
তাই ও ঘরে আপনারা থাকুন
আমি এ ঘরে
কথা বলা শেষ হলে
এক টেবিলে আহার করা যাবে॥

পথ করব যখন

তুলতেই হবে পর্দা
থাকতে পারে মুখে পোরা
চুরুট কিংবা সিগারেট
নয়তো পান নয়তো বা
ঠোটের কোণে জর্দা ;
কি আসে যায় কিছুই বা না থাক
চাই আমাদের সটান চলার পথ
ঘুম পাক
ঘুমের নেই দোষ

ঘুম ভাঙিয়ে করব আদায়
মানবে যন্ত্রবৎ।
খাল বিল গ্রাম প্রান্তর
শহর নদীর পাড়
উপচে ওঠে উপচে ওঠে
মিছিলে মিছিল॥

হাওয়ার তরজা

জানলা ছিল খোলা, ভেজানো ছিল দরজা
ছিল না বলা ছিল না কওয়া
হয়ে গেল হাওয়ার খানিক তরজা।
উল্টে গেলো বই এর কটা পাতা,
পড়ল মেঝেই আমার লেখা খাতা,
দেয়ালে ছিল ক্যালেণ্ডার ঃ
বারো মাসের বারোটা পাতা
উঠল বলে কথা ঃ

পিছনে ছুটে চলল আমার মৌন মন সটান
পিছনের পথ হাসিতে যেন এখন অম্লান।
বছর লুটায় কালের পাতায় সময় বাজায় বাজনা
ঘড়ির কাঁটা আদায় করে বিচার মাফিক খাজনা।
যায়না বোঝা অনেক কিছুই কঠিন কোন বেষ্টনীতে
হাতের কাছের পান্না অনেক তোমারই হাত মুষ্টিতে!
উপরে যে মন ঘুরতে থাকে
ছাতের নানা কার্নিশে,
নীচেই সে মন দোষী করে
অনেক কথার নালিশে।
জানলা ছিল খোলা, ভেজানো ছিল দরজা
ছিল না বলা ছিল না কওয়া
হয়ে গেলো হাওয়ার খানিক তরজা॥

ট্রাম ঃ মানুষগুলো

ঘড়্ ঘড়্ করে ট্রাম চলেছে
গড়ের মাঠের মধ্যে দিয়ে
ডানপাশে
ফুটবল ক্রিকেট ক্লাবগুলোর-টেন্ট
আরো দূরে স্টেডিয়াম
'৬৭ পয়লা জানুয়ারি
যেখানে পুলিশে মানুষে
রক্ত নিয়ে আগুন নিয়ে
খেলা করেছিল ;
বাঁপাশে প্যারেড গ্রাউণ্ড
ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
রেস গ্রাউণ্ড।

এখন রাত্রি
রাত কত হবে ?
ঘড়িতে বলছে সাতটা
অমাবস্যার অন্ধকার বিছানো
উপরের আকাশ ;
নীচের মাটি—
যার উপর দিয়ে
চলেছে এখন যে ট্রাম
সেও জপের মালায়
অন্ধকার জপছে।

রাস্তার দুপাশে
নিওন ল্যাম্প ;
মাঠের ভেতর এখানে সেখানে
কম পাওয়ারের ল্যাম্প জ্বলছে
আলো বটে তবে বড্ড ম্রিয়মান।

কোলাহল-স্তব্ধ গড়ের মাঠ।•
বিকেলের গড়ের মাঠে
হাজার হাজার দর্শকে
ফুটবল গ্রাউণ্ড
সরগম ছিল
এখন নেই!
এখন রেসের মাঠে
ঘোড়ার খুরের শব্দ নেই।
গড়ের মাঠ
মাঝখানে এই পথ
ট্রাম চলেছে
একমাত্র মুখর এই
চলন্ত ট্রাম।
ট্রাম চলেছে

ঘড়িতে সোয়া সাত
গড়ের মাঠ।
মানুষগুলো
ট্রামের যাত্রীরা
ফিরছে কর্ম কেন্দ্র থেকে।
এতগুলো মানুষ ঠাসাঠাসি দাঁড়িয়ে
কিছু বসে যারা ভাগ্যবান।
বিশ্বাস করুন
এরা কেউ কথা বলছে না
সারাদিন কথা বলে
এখন বুঝি
মূক হয়ে
আপন আপন
হারানো দিনের চিন্তায় মগ্ন।
ট্রামের গোঙ্‌রানি ঝন্‌ঝনানি
ওদের চিন্তার স্রোতকে পারেনি থামাতে।

শহর জীবন

অবিকল কারখানার মেশিন।
সবারই চোখ মুখ
ঝুলে গেছে
ট্রামের মেঝের দিকে
বোধ হয় আগামীর ভাবনায়।
পাংশুদেহে অস্থিরতা নেই
নেই বুঝি স্থিরতাও
শুধু দুপায়ে ভর দিয়ে দুহাতে রড্ ধরে
কোনরকমে
গৃহকোণে পৌঁছানো॥

কথোপকথন

চলতি বাংলা একটি ম্যাগাজিন নিয়ে
ব্রততী বলল :
হায় কবিতা আজ তোমার একি দশা!
কিছু বুঝি না
বুঝতে গেলে
মাথা টনটন করে ওঠে
কিংবা স্বয়ং কবির কাছে ছুটতে হয়।
ম্যাগাজিনটা র‍্যাকে রেখে
প্রণবেশের দিকে তাকালো ব্রততী।

কিছু বোঝ?

কবিতার তুমি কি বুঝবে বল,
বুঝতে গেলে কাব্য
মনকে প্রস্তুত করতে হয়
ভাবের ঘরে ফাঁক থাকলে কি আর
কবিতা বোঝা যায়!
বরঞ্চ সিনেমা পত্রিকার পাতা উল্টিয়ো
সময় ভালোই কাটবে।

বাজে কথা। তুমিও বোঝ কচু!
ব্রততী চোখ পাকিয়ে
প্রণবেশের দিকে দৃষ্টি ছুঁড়ল!
প্রণবেশ কিন্তু রাগেনি হাসেনি
কিংবা গম্ভীরও হয়নি
বলেছিলো :

সর্বস্তরে সবার মুখে

আমাদের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নাকি
দশদশার শেষ দশা
উৎকট প্রকট!

অতদূর যাওয়ার দরকার আছে কি?
তোমার দিকে
শুধু তোমার মুখের দিকে চেয়েও বলতে পারি
তোমার একি দশা,
সেই একই কথা
আমাকে লক্ষ্য করেও বলতে পারো।

আর কিছু বলবে?
কোন উত্তর নেই।

ব্রততী টেলিফোন অফিসে
ডিউটি দিতে বেরুলো,
প্রণবেশ ছুটলো দিশি
বড়সাহেবের ককটেল পার্টিতে॥

সুকান্ত প্রণাম

সুকান্ত আলোর নাম
সর্বহারা মানুষের উজ্জীবন
সুকান্ত প্রণাম।

সুকান্ত তুমি দীপ্ত
অকম্পিত তেজ স্পর্ধা
সুকান্ত নাম ঘুম ভাঙাবার গান
তুমি পথ দেখাবার নিশান।

আমরা যখন ভেবে আকুল
তুমি এলে সমুদ্র ঢেউ নিয়ে
ঢেউ রইল তুমি ডুব দিলে
রেখে তোমার শপথ করা ফুল।

সুকান্ত, তোমার কচি নরম মন
অথচ শাণিত মুষ্টি উত্তোলন ;
নিমীলিত আমাদের চোখ
সহসা রনবান হল, মুছে শোক।

অভ্রান্ত মুক্তির আকাশ
সেখানে আজো আছো তুমি
ভুলেছিলাম নিজেরা আমরা
করে দিয়ে সত্তাকে মমি॥

পাহাড় কেটে নদী চলেছে

পাহাড কেটে নদী চলেছে
নদীতে জলের আবর্ত
ক্লান্ত চোখের ঘোলাটে আকাশে
কাঁদছে অনামী আর্ত ;
পাইনি বার্তা ঘটেছে ঘটনা
এ কথা নয়তো রটনা,
অদমিত বেগ নিষেধ ভাঙে
পরাস্ত সব সর্ত।
পাহাড কেটে নদী চলেছে
নদীতে জলের আবর্ত॥

ভণিতা

যেখানে যাও সেখানে কেবল
কথার ভণিতা
ধড়িবাজের দুনিয়া বুঝি বাজিয়ে চলে
বুর্জোয়া পাখোয়াজ,
উজান ঠেলে যেখানে কারো চলার পথ
খুঁজেছে আশার কথা
সেখানে দেখ ছড়িয়ে
ফাটকাবাজের অট্টহাসির আওয়াজ॥

এমনি করে চলা

হাওয়ারা কথা বলে যায়
চাওয়ারা গুন্ গুন্ করে
পাওয়ারা পেয়ে সুখী নয়
সবে মিলে আমি তন্ময়।

আমাদের মন খোঁজে শুধু
কোথায় আছে কোন জাদু
দিবানিশি জাদুরা ঘোরে
কখন যাবে 'কোন ক্রোড়ে!

যদিকে মূলে টেনে ধরে
অভেদের এ পাশ ওপাশ
সময়ের সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
সমাধান হলেই পাশ।

ভাবনার মৌন পাহাড়
কারে রাখে কোথা কোন চূড়ায়
যেতে যেতে দেখি ভেঙে ঘুম
রথ চলে অন্যে যে ঘুরায়।

প্রখর জীবনের জৈব ক্ষুধায়
পথের বাঁকে বাঁকে দাঁড়াতে হয়
আবার প্রহর আসে
সেতু বাঁধে পথ, পথ বড় হয়॥

পিচ গলা পৃথিবী

পিচ গলা পৃথিবী
মুমূর্ষু দুপুর ;
সচেতন প্রকৃতি
    তাল যাতে না কাটে
        পায়ের নূপুর।

সবাই চলেছে
চলতে হবে ঃ
চিন্তার বিশ্রাম নেই
অনন্ত জিজ্ঞাসা নিয়ে
কেবলই চলা।
চলাচল রূপ রেখা আঁকা হয়
কারো যেন অদৃশ্য হাতে
পৃথিবীর উঠোনে যা অনন্ত সঞ্চয়।

নানা ঝড়ো ঘূর্ণিবাত
অগ্নির উৎপাত,
কিংবা ভূমিকম্প
অথবা দুরন্ত প্লাবনে
নতুন শিল্পের সূত্রপাত।

তুমি আমি সকলে
দলে দলে আসি
দুপুরের এক কোণে
দাবি দাওয়া নিয়ে
পরিকল্পনা করি
বাজায় আগামীর বাঁশি,
বিকেলে ঘেরাও হবে
মানেনা যে বাধা
    ক্ষুধা আগ্রাসী॥

যাচাই

সত্যের মাধুর্য মিথ্যার কলুষ
আমরা যাচাই করি
জীবন ভোর,
প্রকাশ্যে সহাস্যে
অপ্রকাশ গাম্ভীর্যে
ইন্দ্রিয় চেতনায়
কিংবা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে॥

মিথ্যা আপোশ ভাঙো

নতুন করে ভাবো
নতুন করে জল মাপো
সময় স্রোতে অনেক গেছে ভেসে
ধরা এবার দেবে নাকো
মিথ্যা আপোশে।

হিংস্র চোখের রোষে
ফুলের চোখে
কালির ছিটে,
লজ্জা ধুলায় কাঁদে
সেও কি লাগে মিঠে?
নইলে কেন নীরব হয়ে দূরে?

অহঙ্কার

মাঘের শেষ—
কলকাতার বুকে
সাড়ে সাতটাতেও কুযাশা,
গায়ে র‍্যাপার
হাতে বাজারের থলে
মানুষের কর্মব্যস্ততার
প্রারম্ভিক নমুনা।
চারিদিকে কুয়াশা ঃ

একে অপরকে দেখতে
চোখকে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছে ;
কি অদ্ভুত
তবু গাছ নেই
ঘাস নেই
শুধু পাথর পিচের রাস্তা!
সি-আই-টি স্কিমের রোলারে
পূর্বদিকেও শহর আজ
ত্রিতল চৌতল আরো বেশি
উচ্চতর বাড়িতে ঘেরা,
কয়েকটি শীত আগেও এখানে
অনেক গাছ গাছের পাতাকে
হাসতে দেখেছিলাম
বাতাসের সঙ্গে
তারা আজ ইতিহাসের ফসিল।

আশ্চর্য লাগলেও
সত্য এই
সত্য বুঝি বা।

গাছ নেই পাতা নেই ঘাস নেই
এর নাম শহর
আধুনিক
বৈজ্ঞানিক মার্কা।
কুয়াশা কিন্তু
তবুও বেশ জমাট
সকাল বেলা
সূর্য উঠেছে যদিও অনেকক্ষণ।
এ কুয়াশা সহজে যাবে না
যাবে না যেতে পারে না
'এ কুয়াশা অহঙ্কার হয়ে
জমাট বেঁধেছে যে
মানুষের মনে।'
মুদিখানার দোকানে
জিনিস কিনতে এসে
এক বৃদ্ধ গম্ভীর হয়ে
বলে উঠেছিল সেদিন,
সকাল সাড়ে সাতটা
কলকাতা কুয়াশায় ঢাকা॥

পার্ক

শহর মরূদ্যান পার্কগুলো
অর্গলিত জীবনের মুক্ত বিহঙ্গ,
সর্প পঙ্কিল হ্রদে
প্রস্ফুটিত গাঢ় লাল পদ্ম।

মিশুকে বিকেল রেলিঙএ দোলনায়
শিশুদের সাথে গায় হাসে
ছোটে পড়ে কাঁদে
পার্কের ঘাসে ধুলোর চত্বরে।

পেন্সেনভোগী জীবন বর্তমান ভবিষ্যৎ
অতীত রোমন্থনে এখানে সেখানে
বেঞ্চির প্রসন্ন ছায়াটুকু কামনা করে
পরম তৃপ্তিতে অলৌকিক মোহে।

এ যুগের নিরাশায় ভোগা সংক্ষুব্ধ
যৌবন হৃদয়ের কাছে এই পার্ক
একান্তে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলার
দুদণ্ড আশ্রয়॥

জিজ্ঞাসা

লজ্জা ভিজছে দারিদ্র্য জলে
উলঙ্গ চোখে ওরা চাটে, কী মজায় কী মজায়!
করবার নাকি কিছু নেই মৌখিক ভাষা বলে
পাবো কি তবে, যোগ দিতে তামাসায়?

ভালোবাসার অস্থিরতা

পৃথিবীকে ভালবেসে অস্থিরতা কেন?
ধৈর্যের স্থিরাঙ্ক
তাত্ত্বিক সূত্রের গণ্ডিকে ধরা
কোনদিনই দেবে নাকি?
তবুতো ভালবাসা ধৈর্য ধরে
ভালবাসার চুম্বিত হবার
মোহগ্রস্ততায় কিংবা
নিরাকার ব্যাকুলতাকে
আরো শূন্যতার আসনে বসাতে?
প্রশ্নাতীত যুগযুগান্তের॥

ক্ষমা করবেন

ক্ষমা করবেন
উপরের দিকে তাকাতে পারব না,
মুখোমুখি চোখাচোখি হয়ে যাবে
আমি আপনাকে চিনতে পারব
কিংবা আপনি আমাকে চিনতে পারবেন
অথবা দুজনে দুজনকে চিনে ফেলব।
পারেন তো আমার মুখটা পরীক্ষা করুন
দিনান্তের অসুস্থতা ঝুলন্ত মুখে।

ক্ষমা করবেন উপরে তাকাতে পারবো না
বিবেকের পাহাড় নড়ে উঠবেই
উঠতে গিয়ে আপনার ঘাড়েই পড়ব
সামলাতে পারব না,
আপনি আহত হবেন
আপনি আপনার মন
ভেঙচে উঠবে।
আমার নড়া বিবেকের মুখে
কালশিটে পড়বে না?

অথবা সিট ছেড়ে দেবো
সে সিটে আপনি বসতে পারবেন না
বসে পড়বেন ছোঁ মেরে
আপনাকে চেনেন না এমন কেউ।

আপনি আমি দুজনে
সভ্যতার বিমর্ষ প্রহরে
অচেনাকে চিনে নেবো।
কি দরকার বিবেককে আবার
নতুন করে ভাঙা।
ক্ষমা করবেন
যে যেখানে আছি সেখানেই থাকি।
ক্ষমা করবেন
মুখ না তুলে মুখ না দেখে
কথা বলার জন্য॥

জলঙ্গী

উপরে ব্রিজ
নীচেই নদী জলঙ্গী
সময় কেবল রাখছে ধরে
তারি নানান ভঙ্গি,
কৃষ্ণনগর গর্ব পুতুল
অনেককালের সঙ্গী
ইতিহাসের অনেক সাক্ষী
চলেছে নদী জলঙ্গী।

চলেছে ঘোড়া ক্ষুরের শব্দ
শুনিয়ে গেছে শতাব্দ
রাজার প্রতাপ নবাবী চাল
বাজিয়ে গেছে বাদ্য।
বিশাল বজরা কিংবা পানসি
রেখেছে কথার সুসংলাপ
ব্রিজের উপর এখন যেমন
আলোচনায় কি সন্তাপ!
চলেছে ট্রেন পাশের ব্রিজে
কাঁপিয়ে দিয়ে নদীর বুক
আষাঢ়ে মেঘ অশনি হেনে
দেখছে যেন তারি মুখ,
কত যে প্রেম কত যে সুখ
কত সে হারা পেয়েছে দুখ
সেকাল একাল উথাল পাথাল
হয়েছে মানুষ রঙ্গী
ইতিহাসের অনেক সাক্ষী
চলেছে নদী জলঙ্গী॥

বিচিত্র

ঘুম এলো না।
এক ঝাঁক পাখি উড়ে যায়,
দুপুর
ধান কাটা মাঠের পাশে
বট গাছের ছায়ায়
শুতে চেষ্টা করছি
ঘুম এলো না।
মানুষের চোখে
যখন মানুষ ভাসে
মানুষকে চেনা যায় না
নাকি মানুষ
মানুষকে চিনতে দেয় না?
চোখে মুখে অদৃশ্য বর্ম পরে'
সে বুঝি কঠিন!
তার অন্তরে পরে জেনেছি
সব চেয়ে বড় এক কান্নার নদী
সাগরের পথ খুঁজছে ঃ
অলক্ষ্যে সে তখন অনেকের মধ্যে
দিয়েছে মিশায়ে নিজেরে
অভিনব সখ্যে।
কে বুঝবে!
বোঝাবার দায়িত্ব তো তার নয়—
সে কাঁদবে
গোপন অন্তর পাত্রে
তার কান্না ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ঝরবে।
অথচ সে তখন চোখের কোণে
রঙিন হাসিতে
কথায় আলাপে
উর্ধ্বমুখী নগর॥

কনে দেখা আলো

এখন পৃথিবীতে কনে দেখা আলো
নমনীয় কমনীয় প্রীতিপ্রদ
কনে দেখা আলো
আলো আঁধারের মিলিত প্রহর।

পৃথিবীর কত কনে
এ আলোর রোশনাই
আলুথালু লজ্জায়
নিমীলিত চোখে
সুখভীতি নিয়ে
হাঁটু ভেঙে বসেছিল, এখনো আছে।

কনে দেখা আলো
সোনা ঝরা আলো
রুপো-গলা আলো
এ আলোতে রূপময় রূপ খুঁজে ফেরে।

এ আলোর রেশ নিয়ে
এ আলোতে বুক বেঁধে
রাত আসে মৃদু পায়ে
পৃথিবীর আকাশে
বুঝি আবেশিত হায়॥

রেডিওটা খুলে দাও

রেডিওটা খুলে দাও।
পাশের বাড়ির পাখাটা খারাপ জানি,
শব্দের কথা বলছ, হোক না!
রেডিওটা খুলে দাও।

এখন তো গানের প্রোগ্রাম,
বাজবে রেকর্ড, গান হবে হেমন্ত মুখার্জির ,
আঃ গান শুনলেই প্রাণটা জুড়ায়,
বাংলা দেশের,
বিংশ শতাব্দীর
উজ্জ্বল এক প্রাণ,
প্রাণের হাটে
যাঁর গান পরম পরিতৃপ্তি।
উনবিংশ শতাব্দীর

বাংলার গৌরবের কথা তুলে
বিষন্ন মাখতে চায় না,
দেনাপাওনার হিসাব কষতে
আমাদের স্বাধীনতার
কুড়িটা বছর কেটে গেল
আমরা এখন সবখানে হাট খুলে বসেছি,
স্বাধীনতার পর মন প্রাণ
দুমড়িয়ে বেঁকিয়ে ছুটেছি আমরা বন্যার ধারার মত
উদয় অস্তকাল :
মেধাবী ছাত্ররা অর্থের দুর্বার আকর্ষণে
ছুটছে নানা দিকে,
অভিযোগ নৈঃশব্দিক প্রাণে মুখে শব্দে

পতাকায়, মিছিলে, কাগজে,
শিশু, কিশোর, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ
তোমরা আমরা তীব্র অসুখী।
একাল বাস্তবের।
ছবির ইজেলে
শাদা কাগজ পড়ে,
রঙ তুলি খুঁজে খুঁজে না পেয়ে
ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে শিল্পী।
চারিদিকে যন্ত্রের
শাব্দিক প্রহর
কান্নাকে চাপা দিচ্ছে!
একটু আগে উত্তেজনায়
শহর কেঁপে উঠেছিল
মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটে ছিল,
এখন সন্ধ্যার পর
আবার নিওন আলোগুলো জ্বলেছে;
মানুষগুলো কেমন শান্ত হয়ে চলেছে
কাজে আড্ডায় কিংবা সিনেমা থিয়েটারে।
সবাই কি যেন খুঁজছে
পরশমণির মত কিছুকে
না সামান্য ধুলোকে
বাতাস কিংবা আকাশের মত
অসীম ব্যাপকতাকে
নাকি শ্যামল সবুজ
প্রকৃতির আঁচলের চাবির রিনিঝিন সুর,
কিংবা একটি ছোট লাল গোলাপের
সুরভির মমতাকে?
কি আমি জানি না,
তবে একটা কিছু বটে।
আমাদের সাহস শক্তির
অভাব আছে কি?

দুর্বার সাহস দুর্মদ শক্তি
প্রতিটি প্রাণের
পারমাণবিক কুটিরে ;
কিন্তু কঠিন সত্য
শক্তির অবক্ষয় দিকে দিকে,
সংহত চিন্তা,
সাংগঠনিক পরিকল্পনা
এবং তার বাস্তব রূপায়ণ
কোথায় ?
অনেক দৈন্য হা করে আছে জানি,
অনেক অধিকার বঞ্চিত আমরা,
অনেক তিক্ততায় জীবন বিষিয়ে,
আমরা
আমরা সবাই ক্লান্ত।
এই রাত পৌনে এগারোটা
অবসর সময়
রেডিওটা খুলে দাও,
হেমন্তের গান শুনি,
কালকে ছুটির দিন
ঋত্বিক ঘটকের 'কোমল গান্ধার' দেখব ॥

যখন মানুষ হইনি

আমরা ভুলি বয়সে বড় হলে
গুরুজনদের প্রণাম করতে,
চোখে চোখে পড়লে নামিয়ে নিয়ে চোখ
পাশ ফিরে চলে যায়
কোনক্রমে স্বস্তি নিয়ে মনে।
ভক্তির অভাব? ভুলে যাওয়া?
ভক্তির স্রোতে টান পড়ে বৈকি,
যেটুকু থাকে
বাইরে প্রকাশে বুঝি বা সঙ্কোচ;
ভুলবার কোন প্রশ্ন ওঠে না
স্মৃতির ডায়েরিতে লেখা নাম,
তবে?
আমরা কথাগুলো ভাবতে ভাবতে
চলে যাই পাশ কাটিয়ে
না দেখার ভাণ করে
অহমের অধিসত্তাকে কিছু ব্যস্ততায় রেখে।

আমরা ছড়া তো সবাই ভালবাসি
যখন শিশু কচি কচি আধ আধ বুলি মুখে
খালি ভালো লাগে ছড়া শুনতে
ছড়া বলতে
কবিতার ভাব নয়, কবিতার ছন্দ
আনন্দ, সুখ, তখন প্রচুর আকর্ষণ।
ক্রমে বয়সের সিঁড়ি ভাঙি যত অবিরত
গদ্যের পথ সগোত্রে মিলে যেতে চায়
আমরা ভুলি ছড়া বলা, ছন্দ আমেজ

আমরা গন্ধ হয়ে যাই
দিনে দিনে মাসে মাসে বছরের পর বছর।
আমরা মানুষ ভালবাসি

যখন আমরা প্রকৃত মানুষ হইনি
সমাজ দেয়নি বয়সের স্বীকৃতি,
পয়সার বাজার চিনিনি,
মানুষের হাত ধরে তখনই টানি
কাছে আসি গল্প শুনি
বিস্ময় বিমূঢ় চোখে
ভালবাসা জ্বলে
মানুষকে চলে যেতে দেখলে বলি
যেওনা যেওনা
কিংবা যে চলে যায়
ডাক দিয়ে বলি
আবার এসো, এসো কিন্তু
তখন যে আমরা গুরুজনদের প্রণাম করি
ছড়া ছন্দ গল্প শুনতে ভালবাসি॥

বৃষ্টি ঃ একটি ছড়া

কড়্ কড়্ কড়্ ডাকল মেঘ
ঝম ঝমিয়ে বৃষ্টি নামে
তীব্র তার বেগ।
ভিজছে কাক ভিজছে শালিক
ভিজছে পথে মানুষ
আকাশে উড়ছে ঐ
অনেক মেঘের ফানুস।
হাওয়াব গায়ে ঠুকছে মাথা
নিমগাছটা বুড়ো,
টিনের ছাতে জল পড়েনি
মাস তিনেক পুরো।
চান করছে নিষেধ মানা
ছেলে মেয়ের দল
দশ মিনিট বৃষ্টি হল
রাস্তা কলকল।
ট্রাম বন্ধ বাস চলছে
দোতলা তার নাম
ছিটানো জল বলছে শোনো
নগরবাসী প্রণাম॥

আলোর দিন

আজ সকালের আলোর দিন
কড়ি রঙের ফরাস পেতে
খেলছে খেলা,
আলতো করে পা ফেলে
পায়রাগুলো ডানা নেড়ে
খেলছে কেমন আনমনা।
উঠোন ভরা রোদের গায়ে
গাছের ছায়াব আল্পনা
হাল্কা হাওয়ায় দোল খেয়ে
পলক থেকে পলকে হয় রূপান্তর।

মাসটা আজ বৈশাখের
পঞ্জিকার শেষ পাতায়
প্রায় গাছহীন কলকাতায়
যে কটি গাছ অনেক কষ্টে মুখ তুলে
তাদের দেহে রঙ ধরেছে,
দিব্যি কেমন আপন হাসা।

বাস না পেয়ে ট্রাম না পেয়ে
বোবার মত দাঁড়িয়ে থেকে
কলকাতার এস্‌প্লানেডে
নাম-জানা বা নাম-না-জানা
গাছগুলোতে ফুল দেখে
হায় ভুলে যায় ক্লান্তিকে
যায় ভুলে যায় মনটাতে
ভালো লাগার চিকন ভালো
রোদ ভরা এই বিকেলে,
আজ সকালের আলোর দিন
পৌঁছে গেছে এই বিকেলে॥

আলাপ

ট্রেন চলে যায় ফেলে রেখে তার পথ
পরিচিতি তার নিভাজ আলাপ
রেখে যায় মতামত।
পাখি যেন ফেরে দিনের পীরিতি রেখে
রাতের শিবিরে নেশার আতর মেখে।
পথের দুধারে গাছের আদর ছায়া
গলাগলি ধরা সময়ের কত মায়া।
নয়ন যখন জ্যোৎস্নার জরি পরে
মনের ইচ্ছা তখন দেখি
মনের হাত ধরে।
আলোচনা নিয়ে সময়ের মাপ
যারা সময়ে কষে
সময় ফুরালে সময়ের ঘরে
তারা দেখি এসে বসে॥

মাঘ মাস

উলবোনা মাঘ মাস
মেঘলা তবু আকাশ
শরীরে আজ শীতের টান
পলাশ ফোটার আভাস।

শহরে, একটি পাখির ডাক
সে হচ্ছে কাক,
গ্রামেতে সব পাখির বাসা
শহর কী তাই অবাক?

ছোট বড় সবাই দেখি
গলিতে খেলে ডাঙগুলি
পিচ নিয়ে সব ছেলেমেয়ে
দিচ্ছে পথে অঞ্জলি।

রেডিও খোলা ক্রিকেট খেলার
হচ্ছে ধারা বিবরণী
সেই সুর নকল করে
ছোট্ট যত সোনামণি।

শহর দেখ সরগম
লটারি বাধল কার,
জীবনে কারো ভাগ্য খোলে
অন্যে ভেবেই একাকার।

সানাই বাজছে সারা সন্ধ্যা
সোহাগ রাগিণী
মন দিয়ে মনের হৃদয়
হচ্ছে সঞ্চারিণী।

মাঘের পর আগুন হয়ে
ফাগুন আসবে ধেয়ে
কবির লেখা সেদিন আসবে
কোন সে পথ বেয়ে?

সময়ে

সময়ে হয়তো উঠবো সেরে
এখন আমি রোগ শয্যায় শুয়ে
কাজ কর্মে অফ্ দিয়েছি
কে বলবে কাজের এক শুঁয়ে

কারা যেন চলেছে হরিবোল দিয়ে
কাঁধে মৃতদেহ নিয়ে
হঠাৎ যেন মশ্‌গুল মন
বৈরাগ্যের রঙ ছড়িয়ে।

সামান্য কথা ফুৎকারে যা
উড়িয়েছি অনেক সময়
অভব্যতায় দিচ্ছে ধরে
হারায়নি কিছু, সব সঞ্চয়।

স্থূল অথবা সূক্ষ্মের খেলা
কখন কিভাবে থাকে বাঁধা
সময় এলে বোঝা যায় সব
জীবনের গান যত হয় সাধা॥

পরমায়ু

কিছু ইচ্ছার ফুল ঝরিতে ঘর বাঁধা জীবন
দেখা সাক্ষাতের প্রাক্কালে মন থাকে কিংশুক
ভালবাসার ফুল ফুটিয়ে একটি মহৎ শপথ
মিলন হবার আগে সে যে পরমপ্রিয় সুখ।

রৌদ্র জলে দিনে কিংবা রাতের নিয়ন আলোয়
আকাঙ্খিত কথার ঢেউ সমুদ্র হয়ে নাচে
মুহূর্তের সান্নিধ্য ঈপ্সিত উপহার
সে সব কি স্থান করে নেয় সময়ে
অন্ধ কানাচে?

সঞ্চারিণী ফাগুন যখন আষাঢ় ক্ষণ হয়
অবাস্তব নয় তবু বন্ধ্যা মন ভাবের ফসিল গড়ে
বিত্তজনের সব কৌশল কঠিন নীরবতায়
অলক্ষ্যে মৃত্যুসম গাঢ়ীকৃত বরফ হয়ে ঝরে॥

গ্রাম ছোট আর ছোট নদী

এখানে এই নতুন আকাশ
টিলার উপর বসে
এখানে এই সুখী হাওয়া
কথায় বলে হেসে ;
এখানে মন কথক শোনায়
পুরানো ইতিবৃত্ত
শহরে বসে যেমন লাগে
মণিপুরী নৃত্য।
এখানে নদী আয়াসে চলে
দেখে সে গ্রাম্য ছবি
ফেরারী হয়ে এখানে নাবে
স্বর্গ হতে নবী,
এখানে প্রাণ আলোয় ভবে
সবুজে ঢাকা দিক
এখানে তুমি আমার নিকট
আলোর বুঝিবা অধিক ॥

সকাল বেলার বৃষ্টি

কাগজ পড়ার সকাল বেলা
কড়া নাড়ল বৃষ্টি,
কাগজী মন উথলে ওঠে
দূর গগনে দৃষ্টি।

অমাবস্যার আকাশ এখন
মেঘ ডম্বরু বাজে
আজ বোধ হয় যেতে হবে না
অফিস পাড়ায় কাজে!

হাতের কাছে গরম চা
চুমুক দিলাম যেই
বৃষ্টি দেখি থেমে গেল
গরমী লজ্জাতে!

মেজাজী মন হারিয়ে গেল
কেমন যেন দ্রুত
জমাট বাঁধা বৃষ্টি জলে
রাস্তা আপ্লুত॥

ক্ষুধা

বেশ ভালো করে বানাও দেখি
একটু গরম চা
ঠাণ্ডা এখন বেশ জমেছে
শান্তশীল বাছা।
ভাবুক মন উধাও এখন
কড়া বচন মুখে
জ্বালাও যদি এখন তুমি
ব্যাঘাত পড়বে সুখে!
বেশ ভাল করে বানাও দেখি
একটু গরম চা
রাজার মত চুমুক দিয়ে
হৃদয় খানিক নাচা!
সেই সঙ্গে ঝাল লঙ্কায়
তেলে ভাজা খাওয়া
পেটের ক্ষিধে পূর্ণ হলে
তবে তো গান গাওয়া॥